

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা ইসলাম

রোলঃ 20102084227

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা ইসলাম

রোলঃ 20102084227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হুমায়রা ইসলাম, আইডিঃ 20102084227 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারায়ত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

হুমায়রা ইসলাম

আইডিঃ 20102084227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

ভূমিকা:

ইসলামী জীবনধারার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জ্ঞানার্জন। ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। কুরআন ও দ্বিনি ইলমের শিক্ষাকে শুধু শৈশব কিংবা কৈশোরেই নয়, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কুরআন আল্লাহর বাণী হিসেবে আমাদের জীবনের দিশারী, এবং এর মাধ্যমে আমরা ইহকাল ও পরকালের সাফল্য লাভ করতে পারি। যদিও প্রাথমিকভাবে শিশুদের কুরআন ও ইসলামী জ্ঞানে শিক্ষিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়, বয়স্কদের মাঝে এই শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেশি হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির উন্নতি, জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বয়স্করা অনেক সময় দ্বিনি শিক্ষার দিক থেকে অবহেলিত হয়ে পড়ছেন। কর্মজীবনের ব্যস্ততা, পারিবারিক দায়িত্ব এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা চাপে অনেকেই ধর্মীয় জ্ঞান থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শারীরিক দুর্বলতা ও মানসিক চাপও বৃদ্ধি পায়, যা মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। এই সময়ে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ইসলাম বয়স্কদের জন্য কুরআন ও দ্বিনি ইলম শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে, কারণ জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি বয়সে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। এটি মানুষের অন্তরে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং মৃত্যুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বয়স্ক ব্যক্তির যখন দ্বিনি জ্ঞানের সাথে নিজেদের সংযুক্ত রাখেন, তখন তা তাদের জীবনের শেষ প্রান্তে মানসিক শান্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক হয়। এ ছাড়া, সমাজে বয়স্করা দ্বিনি শিক্ষার মাধ্যমে যুবসমাজের জন্য আদর্শ হতে পারেন এবং পরিবারে ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির সুবিধা ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করে বয়স্কদের কুরআন ও দ্বিনি ইলম শেখার সুযোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি তাদের জীবনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জনে সহায়ক হচ্ছে। তাই, বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বিনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই থিসিসে তা বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। এই বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের জানতে হবে ইলম কি, ইলমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

ইলমের সংজ্ঞা:

ইলম (আরবি: علم) শব্দটি ইসলামে জ্ঞান, শিক্ষা বা বুদ্ধির ধারণা বহন করে। এটি কেবল বাহ্যিক বা পৃষ্ঠতলগত জ্ঞানকে বোঝায় না, বরং অন্তর্নিহিত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলামী দৃষ্টিকোণে, ইলম হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁর আইন, এবং সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান। এটি শুধু দুনিয়াবী শিক্ষা নয়, বরং এটি ব্যক্তির

আত্মিক উন্নয়ন, ধর্মীয় চেতনা এবং সঠিক জীবনযাপন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্যও অপরিহার্য।

ইলমের মূল উদ্দেশ্য হলো সত্যকে জানার চেষ্টা করা এবং সেই সত্য অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ইসলামে ইলমের বড় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ ইলম ছাড়া মানুষ সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করতে অক্ষম।

ইলমের সংজ্ঞা:

জ্ঞান অর্জন: আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে লুকানো সত্যকে জানার প্রক্রিয়া। এটি কেবল স্কুলের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের চারপাশের সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর মহানতা ও শক্তি উপলব্ধি করা।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান: ইসলামি ইলম কেবল পঠন-পাঠন নয়, বরং অন্তরের প্রশান্তি, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভীতি অর্জনেও সহায়ক।

শরীয়াহ এবং ইসলামী আইন: ধর্মীয় জ্ঞান, যেমন কোরআন, হাদিস, ফিকহ (ইসলামী আইন) ইত্যাদি, যা একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

মুক্তি এবং উন্নতি: ইলম মানুষের আত্মিক মুক্তি এবং পরকালীন সাফল্যের পথে পরিচালিত করে। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, "বল, কেমন হবে যদি তারা জানত!" (সূরা আনফাল, ৮: ৫১)। এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে, সঠিক জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।

ইসলামে ইলম অর্জনকে ফরজ বা কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম গাজালি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইহইয়াউলুমুদ্দিন"-এ বলেছেন, ইলম কেবল বাহ্যিক বা দুনিয়াবী জ্ঞান নয়, বরং এটি অন্তরের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক উত্তরণও এনে দেয়।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইলমের গুরুত্ব:

ইসলামে ইলম বা জ্ঞানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বারবার ইলমের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এবং মানুষকে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করেছেন। ইসলাম শুধু বাহ্যিক জ্ঞান অর্জনকেই গুরুত্ব দেয় না, বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং আল্লাহর প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস ও ভালোবাসার জ্ঞানকেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এখানে ইলমের কিছু বিশেষ গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

১. ইলম আল্লাহর নিকট প্রিয়

ইসলামে ইলমকে অত্যন্ত প্রিয় কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন:
"কখনো বিদ্বান এবং অজ্ঞ ব্যক্তি সমান হতে পারে না।"
(সূরা যুমার, ৩৯:৯)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইলম অর্জন করা মানুষকে আল্লাহর কাছে সম্মানিত করে এবং একজন মুমিনের জীবনে জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর সঠিক পরিচয়

ইলমের মাধ্যমে একজন লাভ করতে পারেন। কোরআনে আল্লাহ বলেন:

"আল্লাহ কেবল তাদের মধ্যে সৃষ্টির (অলৌকিক) বিষয়াবলি জানিয়ে দেন যারা জ্ঞানী।"
(সূরা আনকাবুত, ২৯: ৪৯)

এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, যাঁরা সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাঁরা সঠিকভাবে আল্লাহকে জানবেন এবং তাঁর পথে চলবেন।

৩. ইলমের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি

ইসলামে ইলম শুধু বাহ্যিক বা দুনিয়াবী বিষয় নয়, বরং এটি অন্তরের শুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিরও একটি মাধ্যম। ইলমের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে সাফ করতে পারে, তার আচার-আচরণে সঠিকতা এবং নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। হাদিসে এসেছে:

"ইলম হল আল্লাহর নূর, যাকে তিনি নিজের নূর দ্বারা গাইড করতে চান।"
(সহীহ মুসলিম)

৪. জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি

ইলমের মাধ্যমে একজন মুসলমান তার জীবনকে আল্লাহর উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন:

"আমি জিন এবং মানবজাতিকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"
(সূরা ধারিয়াত, ৫১: ৫৬)

এ আয়াত অনুযায়ী, ইলম ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে, যার মাধ্যমে সে আল্লাহর ইবাদত এবং সঠিক পথ অনুসরণ করতে পারে।

৫. ইলমের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ

ইসলামে জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজের উন্নতি ও কল্যাণে অবদান রাখার জন্য উৎসাহিত হয়েছেন। ইলম অর্জন কেবল নিজের জন্য নয়, বরং সমগ্র সমাজের জন্য উপকারী হতে হবে। ইলম সমাজে শান্তি, ন্যায়বিচার এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। হাদিসে এসেছে:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের জন্য জ্ঞান অর্জন করে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।"
(সহীহ মুসলিম)

৬. ইলমের মাধ্যমে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ইসলামে বিচারক, ইমাম, আলেম এবং ধর্মীয় নেতা হিসেবে কাজ করতে হলে সঠিক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। ইসলামী আইন এবং শরীয়াহ অনুসরণ করতে ইলম ছাড়া সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কোরআন এবং হাদিসের ভিত্তিতে জীবনের নানা ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ইলম অপরিহার্য।

৭. ইলমের মূল্য অশেষ

ইসলামে ইলমের মূল্য অশেষভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামের প্রথম প্রকাশিত শব্দ ছিল "ইকরা" (পড়ো), যা একটি নির্দেশনা যে, মানুষের জন্য জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কোরআনে প্রথম আয়াতটি ছিল:

"পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টির সৃষ্টি করেছেন।"
(সূরা আল-আলাক, ৯৬: ১)

এ আয়াতটি ইলমের গুরুত্ব এবং এর প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ।

ইসলামে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

ইসলামে জ্ঞানার্জনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে জ্ঞান অর্জনের ফজিলত এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। ইসলামের প্রথম বাণীই ছিল "ইকরা" অর্থাৎ "পড়ো", যা এই ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছে জ্ঞানার্জনের ওপর। এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, ইসলামে জ্ঞান অর্জন একটি আবশ্যিক দায়িত্ব।

কুরআনের নির্দেশনা:

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞানার্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

"আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে ঈমানদারদের এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।"

(সূরা মুজাদালাহ: ১১)

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে, জ্ঞানার্জন মানুষকে আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে গণ্য করা হয়েছে।

হাদিসে জ্ঞানার্জনের ফজিলত

নবী করিম (সা.) বলেছেন:

"জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ।"
(ইবনে মাজাহ)

এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র একটি পছন্দ নয়, বরং এটি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক একটি কাজ। এখানে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সমানভাবে এই দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে, যা ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষার একটি উদাহরণ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় ইলম অর্জন যেমন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরজ তেমনি ধর্মীয়, সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর গুরুত্বও অনেক।

বয়স্কদের দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে মানুষের জীবননদী নতুন বাঁক নেয়। পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে মনের মাঝে। তখন আমরা আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করি। পিছনের জীবনের হিসাব নিই। অসংখ্য মানুষ এমন আছেন, যাদের জীবনের দীর্ঘ একটা সময় জাগতিক জ্ঞান অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ইত্যাদিতে কেটে যায়। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার দরুন দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানটুকুও অর্জন করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। পারিবারিক অসচেতনতা, দ্বীন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া, কিংবা নিজের অবহেলা এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ।

জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর নিজের মাঝে নতুন উপলব্ধি জাগে। অতীত জীবনের উপর অনুশোচনা হয়। হয়ত কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে কিংবা কোনো দ্বীনী মেহনতের বরকতে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে। তখন দ্বীনী ইলম না শেখার উপর আক্ষেপ হতে থাকে মনের গভীরে। এই উপলব্ধি, আক্ষেপ ও অনুশোচনা একটি ইতিবাচক দিক, যা ব্যক্তিকে নিজের জীবন নতুনভাবে গড়ার এবং আলোকিত পথের পথিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। ভেতরে প্রেরণা যোগায়। তবে অনেকের ক্ষেত্রে দুঃখজনক একটি বাস্তবতা হল, মনের ভেতর উপলব্ধি ও অনুশোচনা জাগলেও এর উপর ভিত্তি করে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। দ্বীনী জীবন গঠনে যতটুকু উৎসাহ দেখা যায় দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে ততটুকু উৎসাহ দেখা যায় না।

দ্বীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সবচেয়ে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.

আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭০

অন্যান্য প্রাণিজগত থেকে মানবজাতির রয়েছে স্বাভাব্য ও বৈশিষ্ট্য; যা মানুষকে মহিমান্বিত করে তুলেছে এবং অন্যান্যদের মাঝে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। অন্যান্য প্রাণি শুধু তাদের জীবন ও প্রাণ রক্ষার তাগিদে নিজের সমস্ত চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে। জীবন ধারণের এ সহজাত বোধ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে তাদের দিন-রাতের সমস্ত কর্ম আবর্তিত। তাদের জীবন থাকে নির্দিষ্ট স্বভাবের গণ্ডিতে বাঁধা। যার বৃত্ত থেকে কখনো তাদের উত্তরণ ঘটে না। কিন্তু মানুষ এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল জীবন ধারণ ও জীবন যাপন করাই মানুষের সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়; বরং ইবাদাত তথা আল্লাহ তাআলার বন্দেগি করার জন্যই মানব জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। -সূরা যারিয়াত (৫১) : ৫৬

তাই আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর হুকুম মেনে চলা মুমিন বান্দার মূল দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলার হুকুম জীবনের সমস্ত অঙ্গন জুড়ে পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন সবকিছুতেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার হুকুম। একজন প্রকৃত মুমিন জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম লংঘন করে না। তাই কোন্ ক্ষেত্রে আল্লাহর কী আদেশ ও কী নিষেধ তা জানা একজন মুমিনের অবশ্যকর্তব্য। বুঝা গেল, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা এমন কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, যা না শিখলেও হয়। বরং আমাদের সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই এ শিক্ষা আমাদের অর্জন করতে হবে।

দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের ফযীলত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন বহুগুণ। -সূরা মুজাদালা (৫৮) : ১১

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১

অধিকাংশ সাহাবী দ্বীনী ইলম অর্জন করেছেন বয়স্ক অবস্থায়।

বয়স বেশি হওয়া এমনকি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়াও দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা নয়। সাহাবায়ে কেরাম হলেন সর্বপ্রথম ইলমে ওহী শিক্ষা গ্রহণকারী। নবুওতের পাঠশালার সর্বপ্রথম ছাত্র। তাঁদের বক্তব্য ও শিক্ষার আলোকেই আমাদের কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে হয়। অথচ তাঁদের

অধিকাংশই বয়স অনেক হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং দ্বীন শিখেছেন। নবীজীর পর এ উম্মতের সবচে বড় জ্ঞানী হলেন আবু বকর রা.। অথচ তিনি যখন নবীজীর সংস্পর্শধন্য হয়ে ইলম শেখা শুরু করেছেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর। এমনভাবে ওমর রা., আবু যর রা., আবুদ দারদা রা., প্রমুখ উম্মতের সবচে জ্ঞানী এ মহামানবগণ ইলম শিখেছেন বয়স অনেক হয়ে যাবার পর। ইমাম বুখারী রাহ. হযরত ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন-

.. " باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر : "تفقهوا قبل أن تسودوا

তোমরা বয়স অধিক হওয়ার আগেই ইলম শিখে নাও।

সহীহ বুখারীতে ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

قال أبو عبد الله -يعني البخاري نفسه- : وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم.

অর্থ্যাৎ বয়স বেশি হওয়ার পরও ইলম শিক্ষা কর। কারণ সাহাবায়ে কেরাম (অধিকাংশ) তো বয়স অধিক হওয়ার পরই দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেছেন। -সহীহ বুখারী, পৃ. ৩৯

খোদ ওমর রা.-এর অবস্থাই দেখুন, বয়স হবার পরও কীভাবে তিনি দ্বীনী ইলম শিখেছেন। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী পালাক্রমে নবীজীর কাছে যেতাম। সে একদিন থাকত। আমি একদিন থাকতাম। যেদিন আমি থাকতাম সেদিনকার ওহী ও অন্যান্য বিষয় আমি তাকে জানাতাম। আর যেদিন সে থাকত সেও অনুরূপ করত। (দ্র. সহীহ বুখারী, বর্ণনা ৮৯)

বড়দের দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম হতে পারেন আমাদের প্রেরণার উৎস।

বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করা জাগতিক শিক্ষা অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ভালো একটা চাকরি পাওয়া, একটু সুখী জীবন লাভ করার জন্যই সাধারণত এ শিক্ষা অর্জন করা হয়। কিন্তু দ্বীনী শিক্ষা এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু পার্থিব জীবনই নয় পরকালীন জীবনের কল্যাণ লাভ করা এ ইলম অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর হুকুম আহকাম জেনে সে অনুযায়ী জীবনযাপন, নবীজীর সুন্নতের অনুসরণ, ফেরেশতাদের দুআ-ইসতিগফার

লাভ ইত্যাদি সবকিছুই ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার ফযীলত। আর যে কোনো মানুষই বোঝে, এ ফযীলত অর্জনের নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। যে কোনো মানুষই ইলম শিক্ষা করার মাধ্যমে এ ফযীলতগুলো অর্জন করতে পারে।

قيل لأبي عمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم.

আবু আমর ইবনুল আলা'কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বৃদ্ধ বয়সে ইলম শিক্ষা করা কি উত্তম কাজ? তিনি উত্তরে বলেন, বেঁচে থাকাটা যদি তার জন্য উত্তম হয় তবে ইলম অর্জন করা কেন উত্তম হবে না! -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী, খ. ২, পৃ. ১৬৭

কোনো একজন আলেমকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কতদিন পর্যন্ত মানুষকে শিখতে হবে? তিনি উত্তরে বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত।

আমাদের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মহামানবদের ঘটনা, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা ইলম চর্চা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও ইলমের মুযাকারা করেছেন। এরকম অসংখ্য নযীর আছে আমাদের ইতিহাসে।

পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার কিছু ইতিবাচক দিক

কিছু বয়স হওয়ার পর দ্বীন শেখার ইতিবাচক দিক রয়েছে, যা ইলম অর্জনের জন্য অনেক সহায়ক। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোর অভিভাবকদের চাপে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দ্বীনী ইলম অর্জন করে। ভেতরের প্রেরণা, নিজের ইচ্ছা, ফযীলত অর্জন করার মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে অনুপস্থিত। তবে একজন বয়স্ক ব্যক্তির দ্বীন শিক্ষা করার অবস্থা হয় এর থেকে ভিন্ন। বয়স্ক ব্যক্তির মনে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি হয় মনের ভেতর থেকে। সেখানে অন্যের পক্ষ থেকে চাপ কিংবা বাধ্যবাধকতারও কোনো ব্যাপার থাকে না; বরং সাধারণত ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে ইলম অর্জনের ফযীলত হাসিল করার জন্য এবং সহীহভাবে দ্বীনের উপর চলার জন্য দ্বীনী ইলম অর্জনে সচেষ্ট হয়। হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়েই ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়। তাই বয়স্ক ব্যক্তির অদম্য আগ্রহ, তীব্র বাসনা তাকে অনেক দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায় লক্ষ্যপানে।

তাছাড়া একজন বয়স্ক ব্যক্তির বুঝ ও অনুধাবন শক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। যে কোনো বিষয় অল্প সময়ে বোঝা ও অনুধাবন করা তার জন্য সহজ। ফলে দ্বীনের অনেক কিছু বুঝা অল্প সময়েই তার অর্জন হয়, যা শেখাকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে। সাথে সাথে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ইলম অনুযায়ী আমল করার সাওয়াবও অর্জিত হয়।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে আগ্রহ ও পূর্ণ মনোযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রহ ও মনোযোগ পূর্ণমাত্রায় থাকলে দীর্ঘ সময়ের পড়া অল্প সময়েই আয়ত্ত হয়ে যায়। পরিণত বয়সের একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের সময় এ আগ্রহ ও মনোযোগ সাধারণত পূর্ণ মাত্রায় থাকে, যা অল্প সময়ে তাকে অনেক এগিয়ে দেয়।

সালাফের জীবন থেকে কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

ইসলামের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মনীষী রয়েছেন, যাদের বয়স অনেক হয়ে যাওয়ার পর তাদের হৃদয়ে ইলম অর্জনের আগ্রহ জেগেছিল। এরপর নিরন্তর মেহনত ও অব্যাহত মুজাহাদার মাধ্যমে তারা ইলম অর্জন করেন এবং নিজেদের ও অন্যদের ইলমের আলোয় আলোকিত করেন। এমন কয়েকজন মনীষীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

আলী ইবনে হামযা

ইমাম কিসাঈ নামেই যিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইলমে নাহ্‌র প্রতিটি ছাত্র এই নামের মহান মানুষটির সাথে পরিচিত। আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রে যার রয়েছে বিশাল অবদান। ইলমে কিরাআতেরও অন্যতম ইমাম তিনি। যে সাত কেরাতের কথা আমরা সবাই জানি, সে সাত কেরাতের এক কেরাত তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত। তিনি বয়স অনেক হওয়ার পরই ইলমে নাহ্‌র শেখা শুরু করেছেন। আল্লামা কিফতী রাহ. বলেন-

. انما تعلم الكسائي النحو بعد الكبر فلم يمنعه ذلك من ان برع فيه .

কিসাঈ বয়স অনেক হওয়ার পরই নাহ্‌র শেখা শুরু করেন। এ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনে অধিক বয়স তার জন্য বাধা হয়নি। -আমবাউর রুয়াত ২ / ২৭১

আবদুর রাহমান ইবনুল কাসেম

মালেকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম। ইমাম মালেক রাহ.-এর সবচে কাছের ছাত্রদের অন্যতম। মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আলমুদাওওয়ানাতুল কুবরার রচয়িতাও তিনি। মালেকী মাযহাবে মাশহুর রেওয়ায়েত বলতে উপরোক্ত গ্রন্থে ইবনুল কাসেম বর্ণিত ইমাম মালেক রাহ.-এর বক্তব্যকেই বুঝানো হয়। এ মহান মনীষীও ইলম শেখা শুরু করেছেন বয়স অনেক হওয়ার পর। কাযী ইয়ায রাহ. লিখেন-

قال ابن وضاح سمع ابن القاسم من المصريين والشاميين، وإنما طلب وهو كبير.

ইবনে ওয়ায্যাহ বলেছেন, ইবনুল কাসেম মিসর ও শামের উলামায়ে কেলাম থেকে ইলম অর্জন করেছেন। আর তিনি অনেক বয়স হওয়ার পর ইলম অণে।ষণ শুরু করেন। -তারতিবুল মাদারিক ৩/২৪৮

আল্লামা ইবনে হাযম রাহ.

ইসলামের ইতিহাসে যারা অমর হয়ে আছেন তিনি তাদের অন্যতম। আল্লামা যাহাবী রাহ. তার ব্যাপারে বলেন-

ومن أشهر من ذكر عنهم الطلب بعد كبر السن ابن حزم الأندلسي.

বয়স হওয়ার পর যারা ইলম শেখা শুরু করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইবনে হাযম আন্দালুসী।

তার ইলমে ফিকহ অন্বেষণের সূচনা হয়েছিল বিশেষ একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে। ইবনে হাযম রাহ. নিজেই সে ঘটনা বলেছেন। একদিন তিনি এক জানাযায় শরিক হন। তখন এক মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়েন। এক ব্যক্তি তখন তাকে বলল, ওঠ, আগে তাহিয়াতুল মাসজিদ নামায পড়। তখন তার বয়স ছিল ছাব্বিশ। তিনি তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যান। জানাযা শেষে

ফিরে আসার সময়ও মসজিদে যান। এবার প্রবেশ করা মাত্রই নামায শুরু করে দেন। তখন তাকে বলা হল, আরে বস বস; এখন নফল নামায পড়ার সময় নয়। তখন ছিল আসরের পর। এ ঘটনাটি তার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। এরপর থেকেই তিনি ইলম অর্জন শুরু করেন।

(মু'জামুল উদাবা, ইবনে হাযম রাহ.-এর জীবনী)

ইয়্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম

ইলমী আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। সত্য কথন ও সাহসী উচ্চারণে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ যাকে সুলতানুল উলামা (উলামা-সম্রাট) উপাধি দিয়েছেন। বাস্তবিক অর্থেই তিনি ছিলেন সম্রাটতুল্য একজন মানুষ। মানুষের হৃদয়জগতে তিনি ছিলেন সম্রাটের চেয়েও সম্মানিত। পরাক্রমশালী শাসকেরা পর্যন্ত মাথা নত করত তার সামনে। ইয়্যুদ্দীন রাহ.-এর জানাযার খাট নিয়ে মানুষ যখন শাহী প্রাসাদের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল তৎকালীন শাসক আলমালিকুয যাহির তখন বলেছিল-

আজ আমার রাজত্ব স্থিতিশীলতা লাভ করেছে। এই শায়েখ যদি জনগণকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলতেন তাহলে তিনি আমার থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারতেন। -তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫

এই উলামা-সম্রাটও ইলম শেখা শুরু করেছেন বয়স অনেক হওয়ার পরে। তার জীবনীতে লেখা হয়েছে-

كان الشيخ عز الدين في أول أمره فقيرا جدا ولم يشتغل إلا على كبر.

ইয়্যুদ্দীন রাহ. প্রাথমিক অবস্থায় খুবই গরীব ছিলেন। তিনি ইলম অর্জনে মাশগুল হয়েছেন অনেক বয়সে। -তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫

এগুলো তো গেল সালাফের যুগের ঘটনা। আমাদের এ যুগেও বয়স হওয়ার পর দ্বীনী ইলম অর্জনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

অতীত ও বর্তমানে বয়স্ক দ্বীনি শিক্ষার এত অসংখ্য নথীর রয়েছে যে তা নিয়ে আলাদা গ্রন্থ তৈরি হতে পারে। এসকল মানুষেরা আমাদের জন্য হতে পারেন প্রেরণার উৎস।

বয়স্কদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার প্রভাব এবং তাৎপর্য

বয়স্কদের জন্য দ্বীনি শিক্ষা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নয়, বরং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বয়স্করা শুধু নিজেরাই উপকৃত হন না, বরং তাদের পরিবার, সমাজ, এবং এমনকি সমগ্র জাতি উপকৃত হয়। দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে তারা নিজেদের জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে শিখতে পারেন, যেটি তাদের মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে।

আধ্যাত্মিক শান্তি এবং পরকালীন প্রস্তুতি:

বয়স্করা যখন দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তারা আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করেন, যা তাদের জীবনকে আরো সুন্দর এবং অর্থপূর্ণ করে তোলে। ইসলামের ভিত্তি হলো পরকালীন জীবন এবং তার সফলতা, এবং বয়স্কদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীনি শিক্ষা তাদের পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে, যার ফলে মৃত্যুর চিন্তা এবং পরবর্তী জীবনের জন্য উদ্বেগ কমে যায়। এর ফলে তারা জীবনের শেষ পর্যায়ে শান্তিপূর্ণভাবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জীবন শেষ করতে সক্ষম হন।

নৈতিকতার উন্নতি:

দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে বয়স্কদের নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবিক গুণাবলীর উন্নতি ঘটে। ইসলাম ধর্মে যে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো হয়—যেমন: সত্য বলার, অন্যের প্রতি সহানুভূতি, দয়া, এবং সহিষ্ণুতা—এগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হয়। ধর্মীয় শিক্ষা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলোতে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ শিখায়, যা তাদের নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনে এবং পরিবারের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

পরিবারের জন্য ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন:

বয়স্করা যদি দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহলে তারা তাদের সন্তানদের জন্য একটি ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। ইসলামী শিক্ষা শিশুদের এবং তরুণদের জন্য একটি শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে। বয়স্করা যদি নিজেদের মধ্যে দ্বীনি মূল্যবোধ ধারণ করেন, তাহলে তারা সন্তানদেরও সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। এর মাধ্যমে একটি পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা ঘটে, যা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ভিত্তি গড়ে তোলে।

সমাজে শান্তি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা:

যেহেতু বয়স্কদের মধ্যে দ্বীনি শিক্ষার প্রভাব শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, বরং সামাজিক সম্পর্ক এবং সমাজের সার্বিক অবস্থাও প্রভাবিত হয়, তাই এটি সমাজে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামী শিক্ষা মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সমঝোতা এবং মানবিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়। বয়স্করা যখন এই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হন, তখন তারা সমাজে একটি সহানুভূতিশীল এবং ন্যায়পরায়ণ পরিবেশ তৈরি করতে সহায়ক হন।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মবিশ্বাস:

দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ বয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়ক। তারা যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলামী জীবনধারা অনুসরণ করেন, তখন তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এটি তাদের মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমিয়ে দেয়, এবং তারা জীবনের সমস্যাগুলোকে আরো সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। দ্বীনি শিক্ষা তাদের জীবনকে আরো সুষ্ঠু এবং সন্তুষ্টিমূলক করে তোলে, যা তাদের মানসিক সুস্থতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বয়স্কদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার প্রভাব শুধু তাদের ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি তাদের পরিবার, সমাজ এবং পুরো জাতির জন্যও অমূল্য। আধ্যাত্মিক শান্তি, নৈতিক উন্নতি, পরিবারে ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন, সামাজিক শান্তি এবং মানসিক স্বাস্থ্য—এগুলো সবই বয়স্কদের দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। তাই, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের উচিত বয়স্কদের দ্বীনি শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া, যাতে তারা একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং সার্থক জীবন অতিবাহিত করতে পারেন।

পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা

বয়সকালে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে একটি চিন্তা অনেকের মনেই উঁকি দেয়। তা হল, বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে কিছু আর মনে থাকতে চায় না। কোনো কিছু মুখস্থ করতে হলে অনেক সময় লাগে। এ চিন্তার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। তবে এ বাস্তবতা মেনে নিয়েই বলছি, মানুষ যখন কোনো কাজের হিম্মত করে তার জন্য শতভাগ চেষ্টা ব্যয় করে তখন সে কাজটি আল্লাহ তাআলা তার জন্য সহজ করে দেন। একটা উদাহরণ দেই। ইমাম কাফফাল শাশী। ফিকহে শাফেয়ীর অবিসংবাদিত ইমাম। আল্লামা সামআনী রাহ. তার ব্যাপারে লিখেছেন-

كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا، وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره، وطريقته المهدبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة، وأكثرها تحقيقا، رحل إليه الفقهاء من البلاد، وتخرج به أئمة، ابتدأ بطلب العلم وقد صار ابن ثلاثين سنة، فترك صنعته، وأقبل على العلم.

তিনি ছিলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মুখস্থশক্তি এবং তাকওয়া-পরহেযগারিতে যুগের অনন্য ব্যক্তি। ফিকহে শাফেয়ীর মধ্যে তার যে প্রভাব ও অবদান রয়েছে তা তার যুগের অন্য কারো ছিল না। বিভিন্ন দেশ থেকে ফকীহগণ ইলম অর্জনের জন্য তার উদ্দেশে সফর করতেন। তার হাতে অনেক ইমাম গড়ে উঠেছেন। এ মহান মনীষীও ইলম শেখা শুরু করেছেন ৩০ বছর বয়সে। ইলম শেখা শুরু করার পর তিনি তার পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইলম অর্জনে নিমগ্ন হন। -সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/১৩০

আল্লামা সুবকী রাহ, তার ব্যাপারে লেখেন-

الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا... كان قد ابتدأ التعلم على كبر السن بعدما أفنى شبابه في صناعة الأقفال.

তিনি হলেন পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম। তালা বানানোর পেশায় যৌবন কাটিয়ে শেষ বয়সে তিনি ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়েছেন। (তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা, ৫/৫৪)

আল্লামা সুবকী রাহ. যাকে পৃথিবী বিখ্যাত ইমাম বলেছেন তিনি যে আসলেই কত বড় ইমাম ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। এ মহান মনীষীর জীবনেও উপরে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাটি এসেছিল এবং হয়ত তার মাত্রা আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি ছিল। তবুও সে প্রতিবন্ধকতা দূর করে তিনি পৌছে গেছেন আকাশের সীমানায়।

ইলম শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথমে ‘মাও’ এলাকার একজন শায়েখের কাছে যান। তিনি তাকে কিতাবুল মুযানীর এ তিনটি শব্দ প্রথম দিন শেখান-

هذا كتاب اختصرته.

এ পাঠ গ্রহণ করে তিনি ছাদে চলে যান। এশা থেকে ফজর পর্যন্ত এ তিনটি শব্দই মুখস্থ করতে থাকেন। সারা রাত জেগে থাকার কারণে শেষ রাতে একটু চোখ লেগে আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সারা রাত ধরে কী

পড়েছেন কিছুই মনে পড়ছে না। তিনি এ কথা ভেবে লজ্জিত হচ্ছিলেন যে, শায়েখকে আমি কী বলব। এ দুশ্চিন্তার মাঝেই হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এমন সময় প্রতিবেশী এক মহিলা বলল-

আবু বকর! গতকাল রাতে هذا كتاب اختصرته বলে বলে তো সারা রাত আমাদের ঘুমাতে দাওনি।

মহিলার অভিযোগভরা কথার মাঝেই তিনি যেন খুঁজে পেলেন হারানো সম্পদ। শায়েখের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। শায়েখ তখন সাঙ্ঘনা দিয়ে বলেন, এ কারণে যেন তোমার ইলম শেখার আগ্রহে ভাটা না পড়ে। কারণ তুমি যখন ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকবে এবং সবসময় মুখস্থ করতে থাকবে তখন তা তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে।

শায়েখের কথা সত্যি হয়েছিল। কঠিন অধ্যাবসায় ও চেষ্টা-মুজাহাদার মাধ্যমে এমন দুর্বল মুখস্থশক্তির অধিকারী মানুষটিই হয়েছিলেন-

الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا.

পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম প্রধান। ইলমের সাগর।

আমাদের মধ্যে এমন লোক ক'জন আছে, যে সারা রাত পড়ে মাত্র তিনটি শব্দও মুখস্থ করতে পারে না। তাই বড়দের দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ না হওয়া কিংবা বুঝে না আসা- এ সমস্যার সমাধান একটাই- চেষ্টা, চেষ্টা এবং চেষ্টা।

একটা বাস্তবতা হলো, দুনিয়াবী বিভিন্ন চিন্তা ও ব্যস্ততায় জড়িয়ে থাকলে মানুষের মুখস্থ-শক্তি কমে যায়। ইলমের জন্য ফারাগাত (ব্যস্ততামুক্ত) ও ইনহিমাক (গভীর নিমগ্নতা) থাকা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কেউ যখন পার্থিব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ নিমগ্নতার সাথে ইলম অর্জন করে আল্লাহ তাআলা তখন তার মেধা খুলে দেন। বয়স্করাও এর থেকে ব্যতিক্রম নন।

আসলে যদি দিলে সাচ্চা ইরাদা ও পোখতা হিম্মত থাকে তাহলে সব কঠিনকেই আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন। আর যদি শত চেষ্টার পরও মুখস্থ না হয় বা না বুঝে আসে তবুও এ চেষ্টার কারণে আল্লাহ তাআলা আজর ও সাওয়াব আমাদের দান করবেন।

বড়দের দ্বীন শিক্ষার দ্বারা এটা বুঝানো হচ্ছে না যে, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এখনই মাদরাসায় ভর্তি হয়ে যেতে হবে; বরং প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে কিছু সময় ফারেগ করে আমরা ইলম অর্জন করতে পারি। আমার পরিচিত একজনকে দেখেছি, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়েও প্রতিদিন একটু একটু কুরআন মুখস্থ করতে করতে তিনি হাফেয হয়েছেন। আমরাও চাইলে কুরআন মুখস্থ করতে পারি; হাফেয হওয়া সম্ভব না হলে অন্তত কিছু অংশ তো হিফয করতে পারি।

কুরআন বিশুদ্ধভাবে পড়তে শেখা ও প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো জানা- এটা তো একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের সবার দায়িত্ব। এর পাশাপাশি আরো কিছু দ্বীনী বিষয়ের জ্ঞানও উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে শেখা যেতে পারে।

বয়স্কদের দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে থানভী রাহ. বলেছেন, বর্তমানে লোকদের এত হিম্মত এবং সময়-সুযোগও নেই যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে আলেম হবে। এজন্য দ্বীন শেখা ও শেখানোর এমন একটা সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ইলম অর্জনের ফরয দায়িত্ব আদায় করে উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করতে পারে। ইলম অর্জনের জন্য পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে :

১. দ্বীনী বই-পুস্তক পড়া কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শোনা।
২. পরিবারের লোকজনদেরকে নিজে পড়ানো কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করা।
৩. উলামায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করা।
৪. ওয়াজ শোনা।
৫. বিশেষজ্ঞ আলেমদের সোহবতে থাকা।

দ্বীনী বই-পুস্তক পড়ার পদ্ধতি হল, যারা পড়তে পারে তারা ভালো কোনো আলেমের কাছে গিয়ে প্রতিদিন সবক হিসাবে কিছু কিছু পড়বে। যদি এমন কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে নিজে নিজেই পড়তে থাকবে। কোথাও বুঝে না আসলে কিংবা অস্পষ্টতা থাকলে পেন্সিল দিয়ে তা দাগ দিয়ে রাখবে। পরবর্তীতে ভালো কোনো আলেমের কাছ থেকে জেনে নেবে। এভাবে

যতটুকু ইলম অর্জন হতে থাকবে তা অন্যদেরকেও শেখাবে এবং নিজ ঘরের স্ত্রী-সন্তানদের কেও তালীম দেবে।

যারা পড়তে পারে না তারা পড়াশোনা জানে এমন কারো মাধ্যমে সেসকল কিতাব পড়িয়ে শুনবেন। এর জন্য কোনো খরচের প্রয়োজন হলে সবাই মিলে একটু একটু জমা করে তার ওযিফার ব্যবস্থা করবেন। দুনিয়ার প্রয়োজনে আমরা কত টাকা খরচ করি। দ্বীনের জন্য সামান্য কটাকা খরচ করা এমন কোনো কঠিন বিষয় নয়। তবে পড়ার ক্ষেত্রে নিজে নিজে কিতাব নির্বাচন করবে না; বরং আল্লাহওয়ালা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করে কিতাব নির্বাচন করতে হবে।

তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ মাসআলা জিজ্ঞাসা করার পদ্ধতি হল, দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে যখন কোনো কাজ করার প্রয়োজন পড়বে এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের মাসআলা জানা না থাকবে তখন সে ব্যাপারে অবশ্যই কোনো আল্লাহওয়ালা আলেম থেকে জিজ্ঞেস করে নিবে। তিনি যা বলে দেবেন তা ভালোভাবে মনে রাখবে এবং অন্যদেরকেও সে বিষয়টি জানাবে। যদি এমন আলেমের কাছে যাওয়ার সুযোগ না হয় তবে তার কাছে চিঠি লিখে সে সম্পর্কে জেনে নেবে।

দ্বীন শেখার এ পদ্ধতি কত সহজ। এ পদ্ধতিতে যদি কেউ দ্বীন শেখা অব্যাহত রাখে তাহলে তেমন কষ্ট ছাড়াই শেখা সম্ভব। -তুহফাতুল উলামা, ৪৩১

এছাড়া সহজ ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির বয়স্কদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ ও কার্যকরী করতে পারে। এখানে কিছু মূল দিক তুলে ধরা হলো:

১. সহজ ভাষায় কুরআন বোঝার প্রয়োজনীয়তা:

বয়স্ক ব্যক্তির অনেক সময় আরবি ভাষায় কুরআন পড়তে পারেন, কিন্তু তার অর্থ ও মর্মার্থ বুঝতে সমস্যার সম্মুখীন হন। সহজ ভাষায় অনুবাদ তাদের জন্য কুরআনের বার্তা বোঝা সহজ করে তোলে। এটি তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আত্মিক শান্তি লাভে সহায়ক হয়।

২. তাফসিরের ভূমিকা:

তাফসির বা কুরআনের ব্যাখ্যা বয়স্কদের জন্য আয়াতগুলোর গভীর অর্থ তুলে ধরে। অনেক সময় আয়াতের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয়, বিশেষত যদি ঐতিহাসিক বা

সামাজিক প্রেক্ষাপট না বোঝা যায়। তাফসির এইসব আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং বয়স্কদের কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সাহায্য করে।

৩. শিক্ষার সহজলভ্যতা:

বয়স্কদের জন্য সহজ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির গ্রন্থ ও অনুবাদগুলি খুব কার্যকর হতে পারে। যেমন, "সহজ তাফসির" বা "কুরআন মজিদের সরল অনুবাদ" এর মত বইগুলো সহজ ভাষায় লিখিত এবং বোধগম্য হয়, যা বয়স্করা সহজেই পড়তে ও বুঝতে পারেন।

৪. আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি:

বয়স্কদের জীবনে কুরআনের শিক্ষা শান্তি ও ধৈর্য এনে দেয়। সহজ ভাষায় কুরআন পড়লে এবং তার অর্থ বুঝতে পারলে তাদের মানসিক চাপ কমে, বিশেষ করে যারা শেষ জীবনের প্রস্তুতি নিয়ে ভাবিত থাকেন। কুরআন তাদের আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও সন্তুষ্টি এনে দেয়, যা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে।

৫. সামাজিক দায়িত্ব ও পারিবারিক শিক্ষা:

বয়স্করা পরিবারের সবচেয়ে সম্মানিত সদস্য। তারা যদি কুরআনের সহজ অনুবাদ ও তাফসিরের মাধ্যমে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করেন, তবে তারা পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য একটি প্রেরণাদায়ক উদাহরণ হয়ে উঠতে পারেন। এছাড়া তারা কুরআনের শিক্ষাকে পরবর্তী প্রজন্মে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন।

৬. চ্যালেঞ্জ ও সমাধান:

অনেক বয়স্ক ব্যক্তি চক্ষুজনিত বা স্মৃতিভ্রংশ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, যার ফলে তাদের জন্য কুরআনের জটিল অনুবাদ বা গভীর তাফসির বোঝা কঠিন হয়। তাই সহজবোধ্য অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির তাদের জন্য সহায়ক হতে পারে। পরিবার ও সমাজের পক্ষ থেকে শিক্ষার এই পদ্ধতির প্রতি উৎসাহ ও সমর্থন প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে।

আধুনিক জীবনের চ্যালেঞ্জ এবং বৃদ্ধ বয়সে দ্বীনি শিক্ষার অভাবের কারণে তৈরি হওয়া মানসিক ও নৈতিক সমস্যাগুলো

বর্তমান যুগে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এসেছে, যা অনেক ক্ষেত্রে বয়স্কদের জীবনধারা ও মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করছে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে একদিকে যেমন উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে এটি অনেক বয়স্ক ব্যক্তির জন্য মানসিক ও নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। বিশেষত, দ্বীনি শিক্ষার অভাবের কারণে এই সমস্যাগুলো আরও গুরুতর হয়ে উঠছে।

১. মানসিক চাপ ও উদ্বেগ:

বয়স্ক ব্যক্তিরা যখন দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে সরে যান, তখন তারা আধ্যাত্মিক শান্তি ও সমর্থন থেকে বঞ্চিত হন। এতে তাদের মধ্যে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। যেহেতু তারা তাদের জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছেন, মৃত্যুর চিন্তা এবং পরকালের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে

অনিশ্চয়তা এবং দ্বিধা সৃষ্টি হয়। দ্বীনি শিক্ষার অভাব তাদের মানসিক শান্তি ও নিশ্চয়তা প্রদান করতে সক্ষম হয় না, যা তাদের মানসিক অবস্থাকে আরও নাজুক করে তোলে।

২. আধ্যাত্মিক দিকের অবহেলা:

আধুনিক জীবনের চাপ, প্রযুক্তির প্রভাবে ধন-সম্পদ অর্জনের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ এবং পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা বয়স্কদের আধ্যাত্মিক চর্চা থেকে বিচ্যুত করতে পারে। কুরআন ও ইসলামী জ্ঞানের অভাব তাদেরকে আধ্যাত্মিক দিক থেকে বিমুখ করে তোলে। তারা সঠিক দিকনির্দেশনা না পাওয়ায় জীবনকে অর্থহীন মনে করতে শুরু করে, যার ফলে তাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনদৃষ্টি অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. নৈতিক অবক্ষয়:

বয়স্করা যখন দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণে অবহেলা করেন, তখন সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ঘটতে পারে। ইসলামী নৈতিকতা, আদর্শ এবং প্রশিক্ষণের অভাব সমাজে এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। তারা যদি ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন, তবে সঠিকভাবে সন্তানদের জন্য ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারছেন না, যা পরবর্তী প্রজন্মের নৈতিক মূল্যবোধের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে, পুরো পরিবার বা সমাজের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিতে পারে।

৪. পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি:

দ্বীনি শিক্ষার অভাব বয়স্কদের পারিবারিক সম্পর্কের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। ইসলামী শিক্ষা পারিবারিক জীবনে স্নেহ, সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু, যখন বয়স্করা কুরআন ও দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব না বোঝেন, তখন তাদের সম্পর্কগুলোতে শীতলতা এবং দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তারা তাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষায় উৎসাহিত করতে অক্ষম হতে পারেন, যা পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

৫. ধর্মীয় দিকের অজ্ঞতা:

বয়স্করা যদি দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ না করেন, তবে তাদের কাছে ধর্মীয় দিকের অজ্ঞতা থাকতে পারে, যেমন— নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির সঠিক পালন। ধর্মীয় আমল সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব তাদেরকে সঠিকভাবে ইসলামী জীবনধারা অনুসরণ করতে বাধা দেয়। এটি শুধু তাদের নিজস্ব জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৬. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:

দ্বীনি শিক্ষার অভাব বয়স্কদের সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, একজন মুসলমান তার পরিবারের এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল। কিন্তু, যদি তারা দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে সরে যান, তবে তারা সামাজিক

যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিমুখ হয়ে পড়েন, যা তাদের একাকীত্ব এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তৈরি করতে পারে।

আধুনিক জীবনের চ্যালেঞ্জ এবং বয়স্কদের মধ্যে দ্বিনি শিক্ষার অভাব তাদের মানসিক এবং নৈতিক সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করে তোলে। কুরআন ও দ্বিনি শিক্ষার প্রতি তাদের অবহেলা সমাজের নৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে এবং তাদের আধ্যাত্মিক এবং পারিবারিক জীবনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এই কারণে, বয়স্কদের মধ্যে দ্বিনি শিক্ষার গুরুত্ব পুনরায় মূল্যায়ন করা জরুরি, যেন তারা জীবনের শেষ পর্যায়ে আধ্যাত্মিক শান্তি এবং পরকালীন প্রস্তুতি অর্জন করতে পারেন।

পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে বয়স্কদের উপেক্ষা এবং তাদের শিক্ষায় অমনোযোগী হওয়ার প্রভাব

বর্তমান সমাজে বয়স্কদের প্রতি উপেক্ষা এবং তাদের দ্বিনি শিক্ষা সম্পর্কে অমনোযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজে পারিবারিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন, জীবনের ব্যস্ততা, এবং আধুনিকতার প্রবাহ বয়স্কদের এক ধরনের অযত্নের মধ্যে ফেলছে। বয়স্কদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে তাদের জীবনে যে নানান নেতিবাচক প্রভাব দেখা দেয়, তা সমাজের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই প্রভাবগুলো নৈতিকতা, পারিবারিক সম্পর্ক, এবং সামাজিক কাঠামোকে অনেকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

১. পারিবারিক সম্পর্কের দুর্বলতা:

বয়স্কদের মাঝে দ্বিনি শিক্ষার অভাব পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে শীতলতা সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, এবং বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানির প্রতি সম্মান ও যত্ন আল্লাহর নির্দেশনা। কিন্তু যখন বয়স্করা দ্বিনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন, তখন তারা ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পারেন না এবং পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে তারা সেই ধর্মীয় মূল্যবোধ শিখতে পারেন না। এর ফলে, পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে শ্রদ্ধা, সহানুভূতি এবং ভালোবাসার অভাব দেখা দেয়। একে অপরের প্রতি সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধ কমে যায়, এবং পরিবারে অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

এছাড়াও, বয়স্কদের ধর্মীয় শিক্ষার অভাব তাদের সন্তানদের সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধ শেখানোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। সন্তানরা যদি সঠিকভাবে দ্বিনি শিক্ষা না পায়, তাহলে তাদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আগ্রহের অভাব দেখা দেয়। এতে পরিবারে সংহতি এবং শান্তি বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

২. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:

যেহেতু সমাজে বয়স্কদের সম্পর্কে সহানুভূতি এবং সমর্থনের অভাব বেড়েছে, তাদের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তৈরি হতে পারে। সমাজে তাদের অবদান এবং অভিজ্ঞতা মূল্যায়িত না হওয়া, এবং বিশেষত দ্বিনি শিক্ষার অভাব, তাদের আরো একাকী করে

তোলে। তারা নিজেদের আত্মমূল্য এবং সামাজিক অবস্থান নিয়ে সন্দিহান হতে পারেন, যা তাদের মানসিক ও সামাজিক অবস্থা আরও খারাপ করে তোলে।

বয়স্করা যদি ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তারা নিজেকে সমাজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করতে পারেন। এটি তাদের আত্মবিশ্বাস এবং জীবনের প্রতি মনোভাবকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার ফলে তারা সমাজের কার্যকরী সদস্য হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হন না।

৩. বয়স্কদের শিক্ষায় অবহেলা ও মানসিক অবস্থা:

বয়স্কদের শিক্ষায় অবহেলা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তারা যদি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে বা সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত থাকতে না পারেন, তবে তাদের মধ্যে হতাশা, একাকীত্ব এবং মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হতে পারে। এটি তাদের জীবনযাত্রার গুণগত মানকে কমিয়ে দেয় এবং তাদের আধ্যাত্মিক শান্তি এবং সন্তুষ্টি অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

এছাড়া, পরিবারের সদস্যরা যখন বয়স্কদের শিক্ষা এবং ধর্মীয় চর্চার প্রতি মনোযোগ দেন না, তখন তারা নিজেদের শূন্য এবং উপেক্ষিত মনে করেন। এটি তাদের মধ্যে আরও বেশি হতাশা ও অবহেলার অনুভূতি তৈরি করে, যা তাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৪. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়:

বয়স্কদের দ্বিনি শিক্ষার অভাব সমাজের নৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে তোলে। ইসলামী শিক্ষা সমাজের মধ্যে ভালবাসা, সহানুভূতি, দয়া, এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধের মতো মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু যখন বয়স্করা দ্বিনি শিক্ষা থেকে দূরে সরে যান, তখন তাদের মধ্যে এই মূল্যবোধের অভাব দেখা দিতে পারে, যা সমাজের বৃহত্তর নৈতিক কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বয়স্কদের মধ্যে দ্বিনি শিক্ষা না থাকলে, তারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারেন না, যার ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় শিক্ষা সমাজের একেকটি সদস্যের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক, এবং বয়স্কদের এই শিক্ষা শিখিয়ে দিতে পারলে সমাজ আরও নৈতিক ও সুস্থ থাকে।

বয়স্কদের মধ্যে দ্বিনি শিক্ষার অভাব পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে গভীর প্রভাব ফেলছে। তাদের শিক্ষায় অবহেলা, একাকীত্ব, এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে, যা নৈতিক অবক্ষয় এবং মানসিক অবস্থা খারাপ করার পাশাপাশি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তাই, বয়স্কদের মধ্যে দ্বিনি শিক্ষা প্রচারের জন্য পরিবারের, সমাজের, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি, যাতে তারা আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করতে পারে এবং সমাজের নৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে পারে।

বর্তমান যুগে বয়স্কদের মধ্যে দ্বীনি শিক্ষা প্রচারের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তারা যেন আধ্যাত্মিক শান্তি ও মানসিক স্থিতি লাভ করতে পারেন, সে জন্য পরিবার, সমাজ, এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। এই শিক্ষার অভাবে তাদের জীবনে যে মানসিক এবং নৈতিক সংকট দেখা দেয়, তা দূর করার জন্য কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

করণীয় বিষয়গুলো:

পরিবারের সক্রিয় ভূমিকা: পরিবারের সদস্যদের উচিত বয়স্কদের দ্বীনি শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করা এবং তাদের জন্য ধর্মীয় আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা। সন্তানরা যদি তাদের বয়স্ক বাবা-মাকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করে, তবে তারা পরিবারে দ্বীনি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। পরিবারের ছোট সদস্যদের ইসলামী শিক্ষা ও অনুশীলনে যুক্ত করা গেলে, তারা তাদের বয়স্ক সদস্যদের কাছ থেকে শিখতে পারে এবং পারিবারিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয়।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ: মসজিদ, মাদরাসা, এবং ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলো বয়স্কদের জন্য বিশেষ দ্বীনি শিক্ষার কোর্স বা কর্মশালা আয়োজন করতে পারে। বিশেষত, বয়স্কদের জন্য সহজবোধ্য এবং উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরি করা উচিত, যাতে তারা সহজেই শিক্ষাটি গ্রহণ করতে পারেন।

অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার: প্রযুক্তির এই যুগে অনলাইন ক্লাস, ভিডিও লেকচার, এবং ইসলামিক শিক্ষা সংক্রান্ত ওয়েবসাইটগুলো বয়স্কদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যারা শারীরিকভাবে বাইরে যেতে পারেন না, তারা ঘরে বসেই এসব মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি: সামাজিক প্রচারণা এবং উদ্যোগের মাধ্যমে বয়স্কদের মধ্যে দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা উচিত। সামাজিক, ধর্মীয় নেতারা এবং ইসলামিক বক্তারা যদি বয়স্কদের শিক্ষায় মনোযোগ দেন, তবে এতে পুরো সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

সম্পর্ক ও সহানুভূতির পরিবেশ: বয়স্কদের ধর্মীয় এবং মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। পরিবারের সদস্য এবং সমাজের অন্যান্য মানুষদের উচিত বয়স্কদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তাদের পাশে থাকা। এতে তারা একাকিত্বের শিকার না হয়ে নিজেকে মূল্যবান এবং সম্মানিত মনে করবেন।

বয়স্কদের দ্বিনি শিক্ষা জীবনকে পূর্ণতা দেয় এবং তাদের পরকালীন জীবনের প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শিক্ষার অভাব শুধু তাদের ব্যক্তিগত জীবনকেই প্রভাবিত করে না, বরং পুরো পরিবার ও সমাজেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই, পরিবার, সমাজ, এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে একসঙ্গে কাজ করে বয়স্কদের মধ্যে দ্বিনি শিক্ষার প্রচার বাড়াতে হবে। করণীয় পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে, বয়স্করা জীবনের শেষ পর্যায়েও আধ্যাত্মিক শান্তি এবং সামাজিক সংহতি লাভ করতে সক্ষম হবেন।

বয়স্কদের মধ্যে কুরআন ও দ্বিনি শিক্ষার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে অত্যন্ত স্পষ্ট। আধুনিক জীবনের জটিলতা, মানসিক ও নৈতিক চ্যালেঞ্জ, পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়— এসব সমস্যার মূল সমাধান নিহিত রয়েছে দ্বিনি শিক্ষার মধ্যে। বয়স্কদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, তাদের দ্বিনি শিক্ষা গ্রহণ করা শুধু তাদের ব্যক্তিগত শান্তির জন্য নয়, বরং পরিবার, সমাজ এবং জাতির নৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যও অপরিহার্য।

আমরা দেখেছি, দ্বিনি শিক্ষা বয়স্কদের পারিবারিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে, মানসিক শান্তি প্রদান করে, এবং সামাজিক সংহতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিনি শিক্ষার অভাবে যে মানসিক চাপ, একাকীত্ব, এবং নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল তাদেরকে দ্বিনি জ্ঞানের আলোকিত পথে ফিরিয়ে আনা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পরিবার এবং সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বয়স্কদের দ্বিনি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করা গেলে তারা আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারবেন এবং একই সাথে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন।

পরিবারের তরুণ সদস্যদের উচিত বয়স্কদের দ্বিনি শিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে পরিচালিত করা। একই সঙ্গে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয় উদ্যোগ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার এই শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করে তুলতে পারে।

অতএব, বয়স্কদের মধ্যে দ্বিনি শিক্ষার পুনরুজ্জীবন কেবল তাদের ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য নয়, বরং পুরো সমাজের নৈতিকতা, পারিবারিক মূল্যবোধ, এবং সামাজিক শান্তি রক্ষায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইসলামী শিক্ষার প্রতি বয়স্কদের মনোযোগ বাড়িয়ে, তাদের জীবনের শেষ অধ্যায়কে অর্থবহ ও পরিপূর্ণ করে তোলা সম্ভব, যা তাদের আখিরাতের জন্যও প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করবে।

